



হিজর

AlHijr

الْحَجْر

পরম করুণাময় ও অসিম
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু
করছি

In the name of Allah,
Most Gracious, Most
Merciful.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. আলিফ-লা-ম-রা;
এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও
সুস্পষ্ট কোরআনের
আয়াত।

1. Alif. Lam. Ra.
These are the verses of
the Book and a clear
Quran.

الرَّكَفَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ
مُّبِينٍ ﴿١﴾

2. কোন সময় কাফেররা
আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি
চমৎকার হত, যদি তারা
মুসলমান হত।

2. Perhaps those
who disbelieve will
wish if they were
Muslims.

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا
مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

3. আপনি ছেড়ে দিন
তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং
ভোগ করে নিক এবং
আশায় ব্যাপ্ত থাকুক।
অতি সস্থর তারা জেনে
নেবে।

3. Leave them to eat
and enjoy, and let false
hope distract them.
Soon they will come to
know.

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ
الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

4. আমি কোন জনপদ
ধ্বংস করিনি; কিন্তু তার
নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল।

4. And We did not
destroy any township
but that for it there
was a known decree.

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهَآ
كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾

5. কোন সম্প্রদায় তার
নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে যায়
না এবং পশ্চাতে থাকে না।

5. Any nation will
not precede its term,
nor will they ever
postpone it.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا
يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾

6. তারা বলল: হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উম্মাদ।

6. And they say: "O you upon whom the admonition has been sent down, surely you are indeed a mad man."

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ
الدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

7. যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন?

7. Why do you not bring to us the angels if you are among the truthful.

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

8. আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফায়সালার জন্যেই নাযিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।

8. We do not send down the angels except with truth, and they (the disbelievers) would not then be reprieved.

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا
كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

9. আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

9. Certainly We, It is We who have sent down the admonition (the Quran), and certainly We are indeed its guardian.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

10. আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি।

10. And surely, We sent (messengers) before you (O Muhammad) among the factions of the former people.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

11. ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেননি, যাদের সাথে ওরা ঠাড়াবিদ্রূপ করতে থাকেনি।

11. And never came to them any messenger except that they did ridicule him.

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾

12. এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই।

12. Thus do We make it enter into the hearts of the criminals.

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

13. ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে।

13. They would not believe in it, and indeed the example of the former people has gone before.

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

14. যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে।

14. And (even) if We opened to them a gate from the heaven and they continued therein to ascend.

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ
السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

15. তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

15. They would say: “Our eyes have only been dazzled. Nay, but we are a people bewitched.”

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ
نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

16. নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি।

16. And indeed, We have set within the heaven mansions of stars, and We have beautified it for the beholders.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

17. আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি।

17. And We have guarded it from every accursed devil.

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
رَّاجِمٍ ﴿١٧﴾

18. কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড।

18. Except him who steals the hearing (eavesdrop), he is then pursued by a clear flaming fire.

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ
شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

19. আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি।

19. And the earth, We have spread it out, and We have placed therein firm mountains, and We have caused to grow therein of all

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا
رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

kinds of things in due proportion.

20. আমি তোমাদের জন্যে তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করছি এবং তাদের জন্যেও যাদের অল্পদাতা তোমরা নও।

20. And We have made for you therein means of livelihood, and (for) those for whom you are not providers.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ﴿٢٠﴾

21. আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতরণ করি।

21. And there is not anything, but that with Us are its treasures. And We do not send it down except in a known measure.

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

22. আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই।

22. And We send the winds fertilizing, then We send down water from the sky, then We give you drink from it. And you are not the guardians of its stores.

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنُكُمْوَهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

23. আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

23. And certainly We, We it is who give life, and cause death, and We are the Inheritors.

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

24. আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে।

24. And certainly, We know the preceding (generations) among you, and certainly We know those who will come later.

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

25. আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি

25. And indeed, your Lord, it is He who will gather them. Indeed,

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَجْشُرُهُمْ إِنَّهُ

প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়।

He is All Wise, All Knowing.

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾

26. আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।

26. And indeed, We created man from sounding clay, from mud molded into shape.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿١٦﴾

27. এবং জিনকে এর আগে লু এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি।

27. And the jinn, We had created before, from the fire of a scorching wind.

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿١٧﴾

28. আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন: আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব।

28. And when your Lord said to the angels: “Indeed I will create a man from sounding clay, from mud molded into shape.”

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿١٨﴾

29. অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রুহ থেকে ফঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।

29. “So when I have fashioned him and have breathed into him of My Spirit, then fall down, to him in prostration.”

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿١٩﴾

30. তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল।

30. So the angels fell prostrate, all of them together.

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

31. কিন্তু ইবলীস-সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না।

31. Except Iblis. He refused to be with those who prostrated.

إِلَّا إِبْلِيسَ ط ابَّى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٢١﴾

32. আল্লাহ বললেন: হে ইবলিস, তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের

32. He (Allah) said: “O Iblis, what is (matter) with you that

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ

অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হলে না?

you are not with those who prostrate.”

مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٣﴾

33. বললঃ আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুদ্ধ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

33. He said: “Never would I prostrate to a man whom You created from sounding clay, from mud molded into shape.”

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِئٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

34. আল্লাহ বললেনঃ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত।

34. He (Allah) said: “Then get out from here. Indeed, you are rejected.”

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ﴿٣٤﴾

35. এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত।

35. “And indeed, the curse shall be upon you until the Day of Recompense.”

وَأِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾

36. সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

36. He said: “My Lord, then reprieve me until the day they will be resurrected.”

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

37. আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল।

37. He (Allah) said: “So indeed, you are of those reprieved.”

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾

38. সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

38. “Until the Day of the appointed time.”

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

39. সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথ ভ্রষ্ট করে দেব।

39. He said: “My Lord, because You have sent me astray, I shall indeed adorn (the path of error) for them on the earth, and I shall indeed mislead them all.”

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

40. আপনার মনোনীত
বান্দাদের ব্যতীত।

40. "Except your sincere
slaves among them."

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾

41. আল্লাহ বললেন: এটা
আমা পর্যন্ত সোজা পথ।

41. He said: "This is
the path to Me,
(leading) straight."

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

42. যারা আমার বান্দা,
তাদের উপর তোমার কোন
ক্ষমতা নেই; কিন্তু
পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে
যারা তোমার পথে চলে।

42. "Certainly My
slaves, you shall have
no authority over
them, except those who
may follow you from
among the misguided."

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْغَوِينَ ﴿٤٢﴾

43. তাদের সবার
নির্ধারিত স্থান হচ্ছে
জাহান্নাম।

43. "And certainly,
Hell is the promised
place for them all."

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

44. এর সাতটি দরজা
আছে। প্রত্যেক দরজার
জন্যে এক একটি পৃথক দল
আছে।

44. "There are seven
gates in it. To each
gate, a portion of them
has been designated."

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ
جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

45. নিশ্চয় খোদাভীরুরা
বাগান ও নির্ঝরিনীসহূহে
থাকবে।

45. Indeed, the
righteous will be amidst
gardens and springs.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

46. বলা হবে: এগুলোতে
নিরাপত্তা ও শান্তি সহকরে
প্রবেশ কর।

46. (It will be said):
"Enter therein, in
peace, security."

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ﴿٤٦﴾

47. তাদের অন্তরে যে
ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর
করে দেব। তারা ভাই
ভাইয়ের মত সামনা-
সামনি আসনে বসবে।

47. And We shall remove
whatever is in their
breasts of resentment.
As brothers, (they will
rest) on raised couches,
facing each other.

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

48. সেখানে তাদের
মোটেই কষ্ট হবে না এবং

48. No fatigue shall
touch them therein,

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ

তারা সেখান থেকে বহিস্কৃত হবে না।

nor shall they be driven out of it.

مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

49. আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।

49. Inform (O Muhammad) to My slaves that I am the Oft Forgiving, the Most Merciful.

تَبَيَّنْتُ عِبَادِيَ أَيَّ أَنَا الْعَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

50. এবং ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

50. And that My punishment, it is the painful punishment.

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

51. আপনি তাদেরকে ইব্রাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিতে দিন।

51. And inform them about Abraham's guests.

وَنَبِّئُهُمْ عَنِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

52. যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং বলল: সালাম। তিনি বললেন: আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত।

52. When they entered upon him and said: "Peace." He said: "Indeed we are afraid of you."

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ
إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

53. তারা বলল: ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলে-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি।

53. They said: "Do not be afraid, indeed we give you good tidings of a boy possessing knowledge."

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

54. তিনি বললেন: তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি?

54. He said: Do you give me good tidings of (a son) when old age has overtaken me. Of what then do you give good tidings."

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ
الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾

55. তারা বলল: আমরা আপনাকে সত্য সু-সংবাদ দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ হবেন না।

55. They said: "We bring you good tidings in truth. So do not be of the despairing."

قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ
مِنَ الْقٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾

56. তিনি বললেন: পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?

56. He said: "And who despairs of the mercy of his Lord, except those who are astray."

قَالَ وَمَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ
إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

57. তিনি বললেন: অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহর প্রেরিতগণ?

57. He said: "What is then your business, O messengers."

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾

58. তারা বলল: আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

58. They said: "Indeed, we have been sent to a criminal people."

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ
مُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾

59. কিন্তু লূতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব।

59. "Except the family of Lot. Indeed, we will save them all.

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾

60. তবে তার স্ত্রী। আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলভুক্ত হবে।

60. "Except his wife. We have decreed that she shall be of those who remain behind."

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

61. অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌছল।

61. Then when the messengers came to the family of Lot.

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

62. তিনি বললেন: তোমরা তো অপরিচিত লোক।

62. He said: "Indeed, you are people unknown (to me)."

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾

63. তারা বলল: না বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করত।

63. They said: "But, we have brought to you that about which they have been in doubt."

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ
يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

64. এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে

64. "And we have come to you with

وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا

এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী।

truth, and indeed we are truthful.”

لَصِدْقُونَ ﴿١٦﴾

65. অতএব আপনি শেষরাতে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন না এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান।

65. “So travel with your family in a part of the night, and you follow behind them. And let not anyone among you look back, and go on to where you are commanded.”

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿١٥﴾

66. আমি লূতকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে।

66. And We conveyed to him this decree that the root of those (sinners) was to be cut off in the early morning.

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿١٦﴾

67. শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌছল।

67. And the people of the city came rejoicing.

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٧﴾

68. লূত বললেন: তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্চিত করো না।

68. He (Lot) said: “Indeed, they are my guests. So do not humiliate me.”

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿١٨﴾

69. তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার ইয়যত নষ্ট করো না।

69. “And fear Allah and do not disgrace me.”

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿١٩﴾

70. তার বলল: আমরা কি আপনাকে জগৎদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি।

70. They said: “Have we not forbidden you from (guarding) people.”

قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

71. তিনি বললেন: যদি তোমরা একান্ত কিছু

71. He said: “These are my daughters, if

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ

করতেই চাও, তবে আমার
কন্যারা উপস্থিত আছে।

you must be doing
(so).”

ط
فَعَلَيْنَ ﴿٧١﴾

72. আপনার প্রাণের
কসম, তারা আপন নেশায়
প্রমত্ত ছিল।

72. By your life (O
Muhammad), indeed,
they were in their wild
intoxication, wandering
blindly.

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

73. অতঃপর সূর্যোদয়ের
সময় তাদেরকে প্রচন্ড
একটি শব্দ এসে পাকড়াও
করল।

73. Then the awful cry
seized them at the time
of sunrise.

ط
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
﴿٧٣﴾

74. অতঃপর আমি
জনপদটিকে উল্টে দিলাম
এবং তাদের উপর কঙ্করের
প্রস্ফর বর্ষণ করলাম।

74. So We turned the
highest (part) of it
(city) to its lowest, and
rained upon them
stones of baked clay.

ط
فَجَعَلْنَا عَلِيَّهَا سَافِلَهَا وَآمَطَرْنَا
عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

75. নিশ্চয় এতে
চিন্তাশীলদের জন্যে
নিদর্শনাবলী রয়েছে।

75. Indeed, in that are
sure signs for those
who, by signs, do
understand.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ
لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

76. জনপদটি সোজা পথে
অবস্থিত রয়েছে।

76. And indeed, they
(the towns) are
(situated) on an
established road.

وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

77. নিশ্চয় এতে
ঈমানদারদের জন্যে
নিদর্শন আছে।

77. Indeed, in that is a
sure sign for those
who believe.

ط
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

78. নিশ্চয় গহীন বনের
অধিবাসীরা পাপী ছিল।

78. And indeed the
dwellers in the wood
were wrongdoers.

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
لظَّالِمِينَ ﴿٧٨﴾

79. অতঃপর আমি তাদের
কাছ থেকে প্রতিশোধ

79. So We took
vengeance on them. And
indeed, both (towns) are

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ

নিমেছি। উভয় বস্তু প্রকাশ্য
রাস্তার উপর অবস্থিত।

(located) on a clear
highway.

ط
مُبِينٍ ﴿٧١﴾

80. নিশ্চয় হিজরের
বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের
প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।

80. And certainly,
did the companions of
AlHijr (Thamud) deny
the messengers.

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

81. আমি তাদেরকে নিজের
নিদর্শনাবলী দিয়েছি।
অতঃপর তারা এগুলো
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

81. And we gave
them Our signs, but
they turned away from
them.

وَأْتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا
مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

82. তারা পাহাড়ে নিশ্চিত্তে
ঘর খোদাই করত।

82. And they used
to carve dwellings from
the mountains, feeling
secure.

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
أَمِينِينَ ﴿٨٢﴾

83. অতঃপর এক প্রত্যুষে
তাদের উপর একটা শব্দ
এসে আঘাত করল।

83. So the awful cry
seized them at the
morning hour.

فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّيْحَةُ
مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

84. তখন কোন উপকারে
আসল না যা তারা
উপার্জন করেছিল।

84. So did not avail
them that which they
used to earn.

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

85. আমি নভোমন্ডল,
ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ের
মধ্যবর্তী যা আছে তা
তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি।
কেয়ামত অবশ্যই আসবে।
অতএব পরম ঔদাসীনের
সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম
উপহ্রাস করুন।

85. And We have not
created the heavens
and the earth and all
that is between them
except with truth. And
indeed, the Hour is
surely coming, so
forgive (O
Muhammad), with a
gracious forgiveness.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ
السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ
الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

86. নিশ্চয় আপনার
পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

86. Indeed, your Lord,
He is the Creator, All
Knowing.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

87. আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি।

87. And indeed, We have given you seven of the oft-repeated (verses) and the great Quran.

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

88. আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন।

88. Do not extend your eyes ambitiously towards that which We have bestowed on different kinds of people of them (the disbelievers), nor grieve over them, and lower your wings (in kindness) for the believers.

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

89. আর বলুন: আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।

89. And say: “Indeed, I am most certainly a clear warner.”

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

90. যেমন আমি নাযিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর।

90. Just as We had sent down on those who divided (scripture into fragments).

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

91. যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে।

91. Those who have made the Quran into pieces.

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

92. অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।

92. So, by your Lord, We shall certainly question them all.

فَوَسِّرْكَ لِنَسَلِهِمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

93. ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে।

93. About what they used to do.

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

94. অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা

94. So proclaim that which you are

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَن

আপনাকে আদেশ করা হয়
এবং মুশরিকদের পরওয়া
করবেন না।

commanded, and
withdraw from the
idolaters.

المُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

95. বিদ্রূপকারীদের জন্যে
আমি আপনার পক্ষ থেকে
যথেষ্ট।

95. Indeed, We will
suffice you against
those who scoff.

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿١٥﴾

96. যারা আল্লাহর সাথে
অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে।
অতএব অতিসত্তর তারা
জেনে নেবে।

96. Those who adopt,
along with Allah,
another god. Then soon
they will come to know.

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

97. আমি জানি যে আপনি
তাদের কথাবর্তায়
হতোদ্যম হয়ে পড়েন।

97. And indeed, We
know that your breast
is straitened of what
they say.

وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّاكَ يَضِيقُ
صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾

98. অতএব আপনি
পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ
করুন এবং সেজদাকারীদের
অনুভূক্ত হয়ে যান।

98. So glorify the
praises of your Lord
and be of those who
prostrate themselves
(to Him).

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ
السَّاجِدِينَ ﴿١٨﴾

99. এবং পালনকর্তার
এবাদত করুন, যে পর্যন্ত
আপনার কাছে নিশ্চিত
কথা না আসে।

99. And worship your
Lord until there comes
unto you the certainty
(death).

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ ﴿١٩﴾

